

ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা
২০২৩-২০২৪-এর (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

ইউনিট/গবেষণাগার/ইনস্টিটিউট-এর নাম: বিসিএসআইআর ঢাকা গবেষণাগার।

ক্রম	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪			৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিত	অর্জিত মান
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম			
						১০০%	৯০%	৮০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১	৫০	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে নূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	১৬/০৩/২০২৪	২৩/০৩/২০২৪	৩০/০৩/২০২৪	১৪/০৩/২০২৪ এ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	বাস্তবায়িত	
০২		[২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা।	[২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৫	৪	৩	২	ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদ করা হয়েছে ও সেবাসমূহ অব্যাহত রয়েছে।	৩	
০৩		[৩.১] ইনোভেশন শোকেসিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে নূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	তারিখ	৮	০৯/০৫/২০২৪	১৬/০৫/২০২৪	২৩/০৫/২০২৪	আগামী এপ্রিল, ২০২৪ এর অনুষ্ঠিতব্য বিসিএসআইআর-এর ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং)-এ অংশগ্রহণ করা হবে।	-	
০৪		[৪.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৮০%	৭৫	৭০	১০০%	১০০%	
০৫		[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (নিয়মিতভাবে)	সংখ্যা	৭	৪	৩	--	তথ্যবাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদকরণ হচ্ছে।	৩	
			[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	তথ্যবাতায়নে নিয়মিত হালনাগাদকরণ হচ্ছে। (স্ক্রিনশট এর কপি সংযুক্ত।)	৩	
০৬	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৫	২		১	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক আয়োজিতব্য কর্মশালা/সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ করা হবে।	-		
		[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	৪	২৫/০৩/২০২৪	০৮/০৪/২০২৪	১৫/০৪/২০২৪	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনায় চাহিদানুযায়ী তথ্য প্রদান করা হবে।	চাহিদানুযায়ী তথ্য প্রদানকৃত		
মোট=											
এপিএ-তে সংযুক্ত=											

স্বাক্ষর
 24.03.2024
 আহ্বায়ক, ইনোভেশন সাব-কমিটি
 (সিল সহ স্বাক্ষর)
 PSO & Division-in-Charge
 Industrial Physics Division
 BCSIR Laboratories Dhaka

স্বাক্ষর
 28.03.2024
DR. MOUSONA ISLAM
 Senior Scientific Officer
 Genomic Research Laboratory
 Plant Tissue Culture Section, BRD
 BCSIR Laboratories Dhaka, Dhaka-1205.

স্বাক্ষর
 28.03.2024
Muhammad Saiful Islam
 Senior Scientific Officer
 Chemical Research Division
 BCSIR Laboratories, Dhaka
 Dhaka-1205.

স্বাক্ষর
 28.03.2024
Dr. Tanjina Akhtar Banu
 Principal Scientific Officer
 Tissue Culture Section,
 Biological Research Division
 BCSIR
 Dhanmondi, Dhaka-1205

স্বাক্ষর
 24/03/24
 পরিচালক
 (সিল সহ স্বাক্ষর)
Mahid Sharmin
 Director (Additional Charge)
 BCSIR Laboratories, Dhaka
 Dr. Qudrat-i-Khuda Road
 Dhaka-1205

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

ইউনিটের নাম: বিসিএসআইআর ঢাকা গবেষণাগার।

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আই ডিয়ার টি কার্যকর আছে কি-না/না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১।	“Smart Chemical Inventory Management System (SCIMS)” শিরোনামে একটি ওয়েব এপ্লিকেশন /অ্যাপ তৈরি করা অর্থবছর: ২০২৩-২৪	বিসিএসআইআর ঢাকা গবেষণাগার, বিসিএসআইআর এর সবচেয়ে বড় ও মাল্টিডিসিপ্লিনারি গবেষণা ইউনিট। এই ইউনিটের ৭টি গবেষণা বিভাগে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই গবেষণাগারের বিজ্ঞানীবৃন্দের অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের ও অন্যান্য ল্যাব সমূহের কেমিক্যালের তালিকা, পরিমাণ ও অবস্থান জানা প্রয়োজন হয়। এই বিষয়টিকে সামনে রেখে ই-গর্ভন্যাস ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিসিএসআইআর গবেষণাগার ঢাকা এর জন্য “Smart Chemical Inventory Management System (SCIMS)” শিরোনামে একটি ওয়েব এপ্লিকেশন /অ্যাপ তৈরি করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এই ওয়েব এপ্লিকেশনের মধ্যে বিসিএসআইআর ঢাকা গবেষণাগার এর অভ্যন্তরীণ ল্যাব সমূহের বিজ্ঞানীবৃন্দ তাদের প্রয়োজনে অন্যান্য ল্যাব থেকে প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল এর তথ্য জানতে ও সংগ্রহ করতে পারবেন। সুবিধা সমূহ (TCV analysis): ➤ গবেষণার প্রয়োজনে কেমিক্যাল সমূহ অল্প সময়ে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। ➤ কেমিক্যালের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং অপচয় রোধ হবে। ➤ কেমিক্যালের স্টক বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকায় নতুন কেমিক্যাল ক্রয় ব্যবস্থাপনা সহজ ও স্বচ্ছ হবে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	https://bcsirdhakalabs.com/	সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা

২।	ওয়েব-সাইট এ উদ্ভাবিত পন্যের তথ্য ক্যাটাগরি ভিত্তিতে পুনর্বিদ্যায় করা	<p>বিসিএসআইআর থেকে প্রতি বছর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পন্য উদ্ভাবিত হয়ে থাকে। উদ্ভাবিত পন্য সমূহের বর্ণনা বিসিএসআইআর ওয়েব-সাইট এ দেয়া আছে যা সময়ের সাথে সাথে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়েব-সাইট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাধারণ জনগণ যখন কোন প্রতিষ্ঠানের যেকোন ধরনের তথ্য (পন্য, প্রসেস, পরীক্ষণ বা যেকোন ধরনের তথ্য) সম্বন্ধে জানতে চায় তখন সে অনেক ক্ষেত্রেই সেই প্রতিষ্ঠানের ওয়েব-সাইট এর উপর নির্ভর করে। বিসিএসআইআর এর বর্তমান ওয়েব-সাইটে উদ্ভাবিত পণ্যের যে তথ্য দেয়া আছে তা ক্যাটাগরি ভিত্তিতে বিন্যস্ত করা নেই। উদ্যক্তারা যখন কোন পন্য লিজ নিতে চান, তখন তাদের কাছে এসব পন্যের যথাযথ বর্ণনা ক্যাটাগরি ভিত্তিতে থাকলে তাদের পন্য খুঁজে বের করা এবং বাছাই করা সহজসাধ্য হবে।</p> <p>এমতাবস্থায় ঢাকা গবেষণাগারে উদ্ভাবিত পন্যের তথ্য ওয়েব-সাইটে ক্যাটাগরি ভিত্তিতে পুনর্বিদ্যায় করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে শিল্প উদ্যোক্তাগণ ওয়েব-সাইট হতেই পন্যের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্বন্ধে অবগত হবেন এবং সহজেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হবেন।</p> <p>সেবা সহজিকরণে বর্ণিত এই পদক্ষেপটির মাধ্যমে বিসিএসআইআর এর উদ্ভাবিত পন্যের সকল তথ্য সহজে দৃশ্যমান হবে, ফলে সেবা গ্রহীতাগণ উপকৃত হবেন।</p>	হ্যাঁ	হ্যাঁ	http://d.hakalabs.bcsir.gov.bd/	সহজিকৃত সেবা
৩।	পানিতে সহজে আর্সেনিকের মাত্রা সনাক্তকরণের কিট উদ্ভাবন	<p>আর্সেনিক একটি মারাত্মক বিষ। এই বিষের মরণমাত্রা ১২৫ মিলিগ্রাম যা পারদের তুলনায় চারগুন শক্তিশালী। ক্যান্সার গবেষণার আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইএআরসি) ক্যান্সার সৃষ্টির ঝুঁকি বিবেচনা করে বিভিন্ন রাসায়নিককে যেসব ক্যাটাগরিভে বিভক্ত করেছে তার মধ্যে অর্জিব আর্সেনিককে রাখা হয়েছে ১ নাম্বার গ্রুপে। সর্বনিম্ন মরণমাত্রা ১৩০ মিলিগ্রাম এবং এই পরিমাণ আর্সেনিক গ্রহণের ১২-৪৮ ঘন্টার মধ্যে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।</p> <p>ভূগর্ভস্থ পানি পৃথিবীর জন্য বিশেষ করে আমাদের দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ফসল উৎপাদনে যে পানি ব্যবহার করি তার ৭৫ শতাংশ আসে ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে। তাই ভূগর্ভস্থ পানি আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আর্সেনিক বিশ্বের সর্বত্রই আছে। আমাদের দেশে ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা ৫০ পিপিবি ধরা হয়। বিশ্বের অন্য দেশে এটা কমিয়ে ১০ পিপিবি ধরা হচ্ছে।</p> <p>আমাদের দেশে পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি দুটি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। যথাঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> ১। স্পেকট্রোফটোমেট্রিক পদ্ধতি ২। ফিল্ডকিট পদ্ধতি <p>১ নং পদ্ধতিটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল সময় সাপেক্ষ। এর জন্য অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির প্রয়োজন হয়। তাই আমাদের দেশের সব টিউবওয়ালের পানি এই পদ্ধতি দ্বারা পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সহজলভ্য পদ্ধতিটি হচ্ছে ফিল্ডকিট</p>	হ্যাঁ	হ্যাঁ	http://d.hakalabs.bcsir.gov.bd/site/page/2d17ec49-479b-4fcb	সহজিকৃত সেবা